দৈনিক সংবাদ

245

তারিখ ... APR 27 2000 ...
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

পরীক্ষায় নকল বন্ধে

সংবাদ, ১৬ই এপ্রিল, ২০০০। চিঠিপত্র কলামে বোরহানউদ্দিন আহমদ (অবসরপ্রাপ্ত সচিব, বাংলাদেশ সরকার), লিখেছেন 'নকল বন্ধে একটি প্রস্তাব'। এর আগে ১২ই মার্চ, ২০০০ অনুরূপ একটি চিঠি লিখেছেন, 'নকলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টির দায়িত্ব শিক্ষকদেরই নিতে হবে' শিরোনামে। বোঝা গেল পরীক্ষায় 'নকল' নিয়ে তার যথেষ্ট চিন্তাভাবনা; আর তাই তা বন্ধ করার জন্য তার লেখনি ধারণ। উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু 'নকল'ই কি পাবলিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে একমাত্র সমস্যা? এ তো সমুদ্রে ভাসমান বরফ স্তূপের দৃশ্যমান অংশ মাত্র! তিনি যদি পাবলিক পরীক্ষায় বিদ্যমান নানা নিয়মবহির্ভূত কাজের কথা এবং তা দূর করার কথা বলতেন (কিছু অবশ্য বলেছেন) তবে হয়তো আরও ভাল হতো। সে কথা যাক। 'নকল' বিষয়টা হচ্ছে পরীক্ষার অবৈধ কিছু দেখে বা শুনে উত্তরপত্র ভরাট করা। পরীক্ষায় অসদাচরণের এটা একটা মাত্র ক্ষেত্র এবং প্রায় সমাপ্তি পর্যায়ে। এর আগে ভর্তি, বিষয় পরিবর্তন, রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন, বাতিলকৃত কেন্দ্র পুনর্বহাল, আসন ব্যবস্থা, কর্তব্যরত ব্যক্তিদের কর্তব্যনিষ্ঠা (বা তার অভাব) ইত্যাদি এবং এরপরে খাতা-কে-খাতা বদলানো, পরীক্ষার্থী/ পরীক্ষার্থিনীদেরকে খবর দিয়ে এনে নতুন করে উত্তরপত্র লেখানো, নম্বরপত্র বদলানো, পরীক্ষার ফল গড়াপেটা করা ইত্যাদি অনেক অনিয়মের কথা পত্রপত্রিকায় দেখা যায়—যা সরাসরি 'নকল' নয়, তবে নিশ্চিতভাবেই গুরুতর দুর্নীতি এবং অসদাচরণ। তাই 'নকল' বন্ধ হলেই পরীক্ষা সুষ্ঠু হয়ে গেলো, এমনটা ভাবা হয়তো ঠিক নয়। তার প্রথমপত্রে পত্রলেখক শিক্ষকদেরকে দায়িত্ব নিতে বলেছেন। এক সময়ে শিক্ষকগণই এ দায়িত্ব পালন করতেন। তখন শিক্ষকদের মর্যাদা ছিল। আজ তাঁদের সে মর্যাদা আছে কি? ষাটের দশকে ঢাকা বোর্ড থেকে ঋণ নিয়ে রাজশাহী, কুমিল্লা ও যশোর শিক্ষা বোর্ড স্থাপিত হয় বলে তিনি জানিয়েছেন। তাই মনে হয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের খোঁজ-খবর তিনি রাখতেন। আশির দশকে সরকারি কলেজের অধ্যক্ষকে 'ক্যাজুয়াল লিভ'-এর দরখাস্ত সাধারণ প্রশাসনের মাধ্যমে (থানা পর্যায়ে তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা) পাঠানোর নিয়ম ছিল কিনা—তিনি হয়তো বলতে পারবেন। পত্রলেখক তার দ্বিতীয় পত্রে 'স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরাই' পরীক্ষা কেন্দ্রের পরিবেশ সুষ্ঠু রাখতে পারবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন। তিনি হয়তো সমাজের প্রবীণদের কথা বলতে চেয়েছেন; কিন্তু তারাও কি আজ মর্যাদা নিয়ে আছেন? এখনতো তরুণদের জয়জয়কার—বয়োজ্যেষ্ঠগণ অপাঙক্তেয় বললেই চলে। তাদের প্রভাব কতটুকু টিকে আছে? তিনি সব পরীক্ষা কেন্দ্র বিলুপ্ত করে নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থার সুপারিশ করেছেন। কিন্তু বোধহয় সবচেয়ে ভালো হয় পরীক্ষার ব্যবস্থাটাই উঠিয়ে দিলে! (বিশ্বভারতীর প্রথম দিকে নাকি এমন একটা 'এক্সপেরিমেন্ট' চলেছিল)। পত্রলেখক এও বলেছেন যে 'শিক্ষামন্ত্রী নিজেই রাজনৈতিক নেতাদের কারণে নকলপ্রবণ কেন্দ্রগুলো বাতিল করতে পারেন না এই 'আমলাসুলভ' অভিযোগ করেছেন। সামরিক শাসনের আমলে CMLA, DCMLA, DMLA ইত্যাদি পদ সৃষ্ট হতো। সামরিক শাসন উঠে গেলে এসব পদ বিলুপ্ত হতো। তবে যা চিরন্তন—কখনো উঠে যাবে না—তা হচ্ছে AMLA অর্থাৎ আমলা। কাজেই একক ভাবে শিক্ষামন্ত্রীর কী দোষ! পত্রলেখক প্রচলিত নম্বর-পদ্ধতির বদলে 'গ্রেডিং'-এর যে প্রস্তাব রেখেছেন—তাও তো এক ধরনের মূল্যায়ন। তবে? আর প্রচলিত পদ্ধতিতে পাস করেই তো লোকজন জজ-ম্যাজিস্ট্রেট, উকিল-ব্যারিস্টার, আমলা-লেখক, শিক্ষাবিদ-সম্পাদক ইত্যাদি হয়েছেন এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সফল হয়েছেন। তাই দোষটা হয়তো পদ্ধতির নয়—প্রয়োগের। পরিশেষে একটা তথ্য নিয়ে কথা। পত্রলেখক অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরকে স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষাসচিব বলেছেন। তা কি ঠিক? হুমায়ুন কবির ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব নিযুক্ত হন, আর সচিব হন ১৯৫২ সালে। তাহলে ১৯৪৭-১৯৫২ মেয়াদে অন্য কেউ (ড. তারাচাঁদ?) শিক্ষাসচিব ছিলেন।

মুহাম্মদ আবদুল হক খান
নিরালা, আকুয়া, ময়মনসিংহ